

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা www.dshe.gov.bd



স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩১.১৫০.২০২৩.৩৩৬১

তারিখ: ৩১/১০/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার বিষয়ে ব্যাখ্যা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার বিষয়ে ব্যাখ্যা এতদসজো সংযুক্ত

করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার বিষয়ে ব্যাখ্যা।

(এস এম জিয়াউল হায়দার হেনরী) সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-২)

🖀 ৪১০৫০১১৮

addshesecondary2@gmail.com

বিতরণ:

১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল নিতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা তাঁর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের অনুরোধসহা

২। জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল জেলা [নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা তাঁর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের অনুরোধসহা

৩। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল উপজেলা/থানা নিতৃন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা তীর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের অনুরোধসহা

৪। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্কুল এন্ড কলেজ (সকল) [নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অভিভাবকদের মধ্যে প্রচারের অনুরোধসহ]

৫। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও স্কুল এন্ড কলেজ (সকল) নিতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অভিভাবকদের মধ্যে প্রচারের অনুরোধসহা

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ০২। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
- ০৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড (সকল)
- ০৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ০৫। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- ০৬। পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/প্রশিক্ষণ/পরি: ও উন্ন:/অর্থ ও ক্রয়/মনি: এন্ড ইভা:), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
- ০৭। স্কিম পরিচালক, ডিসেমিনেশন অফ নিউ কারিকুলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
- ০৮। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল [পত্রের নির্দেশনা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকরণের অনুরোধসহ]
- ০৯। জেলা প্রশাসক, সকল
- ১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, ইএমআইএস সেল, মাউশি অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা প্রিত্তি মাউশি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ
- ১১। পিএ টু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
- ১২। সংরক্ষণ নথি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা



নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার বিষয়ে ব্যাখ্যা

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ সার্টি বাংলাদেশ গড়ার যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন, তারই অংশ হিসেবে চতুর্থ শিল্প বিল্পবের উপযোগী নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থার এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতের সার্টি শিক্ষার্থীর বুনিয়াদ রচিত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল ধারাকে বিবেচনা করে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই রূপরেখা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে বিস্তারিত শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো সামগ্রী এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, যা এর আগে কখনোই অনুসরণ করা হয়নি। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পূর্বে ২০১৭-২০১৮ সালে এনসিটিবি কর্তৃক ০৮টি গবেষণা পরিচালিত হয়, যার ভিত্তিতে এই রূপরেখা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভৃত হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর বান্তবতা অনেকটাই পালটে যাচ্ছে। শ্রমনির্ভর অর্থনীতির মডেল সামনে হমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিনতা ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ভবিষ্যতে নতুন অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যার কারণে বর্তমান সময়ের অনেক পেশা ও শ্রম অচিরেই প্রাসঞ্জিকতা হারাবে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের সম্ভাবনার দিক হলো এদেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী, যার জনমিতিক সুফল পেতে হলে অনতিবিলম্বে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন ছিল।

Brookings Report (2016) on Skills for Changing World এ দেখা যায়, ১০২টি দেশের মধ্যে ৭৬ টি দেশের শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৫১টি দেশের শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ রূপান্তরমূলক দক্ষতাভিত্তিক করা হয়েছে। OECD(2018) ভুক্ত দেশগুলোও এই পরিবর্তিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী একটা সাধারণ শিক্ষাক্রম রূপরেখা তৈরি করেছে, বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশও যার অংশীদার। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায়, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকাসহ অন্যান্য দেশও তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশও একইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি সার্বিক পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করছিল যা একই সাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশ, শিখন উপকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এলাকার জনগণসহ সকল উপাদানের মাঝে আন্ত:সম্পর্ক স্থাপণের মাধ্যমে একই পরিবর্তনের ধারায় নিয়ে আসবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ সেই দীর্ঘ তাগিদ, পরিকল্পনা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফসল। কাজেই নি:সন্দেহে এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মিথ্যাচার হচ্ছে। গত জানুয়ারিতে এর সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার লক্ষ্যে বই নিয়ে মিথ্যাচার করেছিলো। এরা চায় না শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিখতে, চিন্তা করতে শিখুক, অনুসন্ধিৎসু হোক, মুক্তবৃদ্ধি ও মুক্ত চিন্তার চর্চা করুক। ওরা চায় মগজ ধোলাইয়ের শিক্ষাই চালু থাকুক। তাই ওখানে উল্লিখিত অপপ্রচারগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকুন:

ভুল তথ্য	সঠিক ব্যাখ্যা	
পড়াশুনা নেই, পরীক্ষা নেই		
পড়াশুনা নেই, পরীক্ষা নেই, শিক্ষার্থীরা কিছু শিখছে	·	
ना।	সক্রিয়ভাবে পড়বে, শিখবে। দলগত কাজ করে আবার তা	
	নিজেরাই উপস্থাপন করবে। শুধু জ্ঞান নয়, দক্ষতাও অর্জন করবে।	
	আর মূল্যায়ন হবে প্রতিটি কাজের। আবার ষাগ্মাসিক মূল্যায়ন	
	এবং বার্ষিক মূল্যায়নও হবে। কাজেই পরীক্ষা ঠিকই থাকছে, কিন্তু	
	পরীক্ষার ভীতি থাকছে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং না হওয়া	
	আছে; শুধা তাই নয়, পারদর্শিতার ৭টি স্কেলে তাদের রিপোর্ট	
	কার্ডও আছে।	

জ্পৈকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। শেখানো পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের বিদ্যালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইও বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাসিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নায় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। ক্ষিত্রতা বিশ্ব করার করা করা কেনা না খাবার আমার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। ভাষা যে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত: স্ফুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষার দিখিত পরীক্ষা	বিদ্যান		
নম্বরের! নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে যাই থেকে দশম পর্যন্ত সকল প্রেণিতে বিজ্ঞান ব্যয়েহ জন্য অপেকাকৃত বেশি সময় রাখা হয়েছে। গাঁকে দিক দিয়ে আগের চেয়ে বিজ্ঞানের গুরুত্ব বেড়েছে, বিষয়বস্তুর পরিমিও বেড়েছে। বিটেনের কারিকুলমে নবম প্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ আছে, কিছু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাঁটো করতে বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্রিটেনের সুযোগ থাকে না নবম প্রেণিতে পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা ব্যহুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বড়েছে। তিক্ররা প্রায় সংজ্ঞলভা ও পুন-ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ বাবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। তিক্ররা প্রায় সংজ্ঞলভা ও পুন-ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ বাবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। তিক্ররা প্রায় সংজ্ঞলভা ও পুন-ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ বাবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। তিক্ররণ করার নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। তিক্ররণ করার নির্দেশনা বার বার কেওয়া করা হয়েছে এবং প্রতি কেরে বার্বাররের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। তিক্ররণ কনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষমা বাড়ছে। বার্বারর স্লল উপকরণ পাবে না বা দরির জনগোচির ক্রপান করা নেনে বাই বিকার বারাজ্যে বালার স্বার্বার্য করা করা হয়েছে এবং প্রতি কেরেই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষমা তা নাই বরং গ্রাহের বিক্রি উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষমা তা নাইই বরং গ্রাহের বালার স্বান্য করাছে আছে এবং প্রতি কেরেই বিকল্প কলার বাসা বেকে রাঘা করা খাবার নিয়ে রাহার কাজ আছে। বিদ্যালয়ন্ত্রপাণ করাছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিবছে না। শিক্ষার্থীনির কিবছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিবছে না। শিক্ষার্বার্য কিবে ধারা ব্রার্যান বা ব্রাহ্ব বিদ্যার সুযোগ নেই। ক্রান্তর বার্যা সুযোগ নেই। ক্রান্তর বার্যা সুযোগ নেই। বিত্তি পরিতর ধারণা এখন প্রায়াণিক ক্লেত্র বাতর পরীক্রণ ব বাল্যক অনুশীলনের মাধ্যমে স্বান্য বারছে। বিতর পরীক্রণ ব বাল্যক বার্যা করি বার্যান বির্যানিক কছের বাতর পরীক্রণ ব বাল্যক বার্যান্য সুযোগ রামা বিত্তি করের বার্যান্য বার্যান বির্যানিক বছরে বাত্ব বির্যান বির্যান্য করেছে। বিত্তি করের বার্যান্য বার্যান্য বার্যান্য বির্যান বির্যান্য করিছে। বিত্তি করের বার্যান্য বার্যান্য বির্যান্য বির্যান বির্য	আগে নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ছিল ৪০০ নম্বরের,	নতুন শিক্ষাক্রমে কোনো বিষয়ের জন্যই নির্দিষ্ট নম্বর বরাদ্দ নেই,	
নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত সকল প্রেণিতে বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সময় রাখা হয়েছে। কাজেই সার্বিক নিক দিয়ে আগের চেয়ে বিজ্ঞানের গুরুত্ব বেড়েছে, বিষয়বস্তুর পারিধিও বৈছেছে। বিটেনের কারিকুলমে নবম প্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ আছে, কিন্তু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি। শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাভসহ পৃথিবীর বেশিরজাপ দেশের শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাভসহ পৃথিবীর বেশিরজাপ দেশের নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। শিক্ষাকে মুযোগ থাকে না। শিক্ষাক্রম বিভাগের নির্বাচন পেওয়া হয়। তিক্ষাক্র গ্রাহার উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক ববড়েছে। গ্রামের সুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোচির উপকরণ কনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষয় বাড়ছে। গ্রামের সুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোচির উপকরণ কনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষয় বাড়ছে। গ্রামের সুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোচির উপকরণ বারা মুযার বারা হয়েছে ফলে বায় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর বার দেওয়া হয়েছে ফলে বায় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরত তে লাগবেই না। গ্রামের সুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোচির উপকরণ করা মারা হয়েছে, ফলে বিষয় বায় লাগাবের নায় বাছছে, ফলে বিষয় বাছছে গ্রামার সিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাজবে সকর বাসায় দিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাজবে সকর বাসায় দিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাজবে সকর বাসায় দিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাজবে সকর বাসায় দিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাজবে সকর বাস্তিত কোনো দলগত কাজ দেবেয়া করায় না। বাড়িক কোনা বায় করা বানা বায় বেছে। বাড়িক কোনা করা করা কোনো যাবার আসার নির্বেশনা নেই। বাজিন কল্যাক লাজ আছে। বাড়িক বোনা করা মুযার বিষয়ে প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নতাবে বালিক লাখার সুযোগ রাখা হয়েছে। করণ বাস্তুল বাস্ত্র বাস্ত্র বিজ্ঞান বালিক লাখার মুবার এইন হল্ডাক্র বিজ্ঞাকর বালিক বিষয়ের বিস্তির বাসা স্বাচার বিষয়ে বালিক বিষয়ের স্বাচ্ছাক্র বিষয়ে বিষয়ে মুক্তিছে। বালিক বিষয়ের জন করেছে ব	নতুন শিক্ষাক্রমে তা কমিয়ে করা হয়েছে ১০০	আছে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পর্যায়। কাজেই এই বক্তব্যের	
ইয়েছে। বিষয়ের জন্য অপেকাকৃত বেশি সময় রাখা হয়েছে। কাজেই সার্কিক দিক দিয়ে আগের চেয়ে বিজ্ঞানের পুরুত্ব বেড়েছে। বিষয়বন্ধুর পরিধিও বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ আছে, কিল্পু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি। বিষয়বন্ধুর পরিধিত বিষয় বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি। বিষয়বন্ধুর পরিধিত বিষয় বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি। বিষয়বন্ধুর পরিধিত বিষয় বিষয়ের বিশ্ব ভাল বিভাজন করা হয় বিশ্ব ভাল বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ প্রেণিতে পিয়ে সাধারণত বিষয় না। বাংলার কুল উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক লাগিব রামির নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার কোনো করণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষয় বাড়াছে। বাংলার কুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোতির ভিকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষয় বাড়াছে। বাংলার কুল উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষয় বাড়াছে। বাংলার কুল উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষয় বাড়াছে। বাংলার কিলে কিলে করছে। তাছাড়া কোনিং কানিং নির্দিশনা বার বার দেওমা হয়েছে এবং প্রতি কেনেরেই বিক্রা কাণাছে না ফলে বিষয় বায়ার বিদ্যালয় রাখা হয়েছে, ফলে বিষয় বায় ভালো করছে। বাংলার কলি ভালে করছে। তাছাড়া কোনিং নাই বাংলালয় করছে। বাংলালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোনিং নাই বাংলালয়বন করছে বিদ্যালয়ে করার নির্দেশনা দেওয়া আছে। বাংলালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোনিং নাই নাই বাংলালয়পুলো ভালো করছে। বাংলালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোনিং নাই নাই বাংলালয়বন করছে। বাংলালয়পুলো ভালো করছে। বাংলালয়পুলো ভালো করছে। বাংলালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোনিং নাই নাই বাংলালয়বন করছে। বাংলালয়পুলালয়ের করজ আছে। বাংলালয়পুলালয়ের কর্মালয়ের একটি অভিজতায় নির্দিষ্ট ক্রামার কাজ আছে। বাংলালয়পুলালয়ের করজ বাংলালয়ের কর্মালয়ের করিল বিষ্কাল বিষ্ক	নম্বরের!	কোনো ভিত্তি নেই।	
বিজ্ঞানের পারিক দিক দিয়ে আপের চেয়ে বিজ্ঞানের পুরুত্ব বেড্ছেছে। বিটেনের কারিকুলমে নবম শ্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ আছে, কিন্তু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি। শিক্ষাকে পুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাটো করতে বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। বিচনের সুযোগ থাকে না। নবম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রাম কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। নবম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রাম কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। নবম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রাম কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে সাধারণত বিষয় নয় ভিলক্তরণ বিহালের স্থাধীনতা দেওয়া হয় শ্রেমিয়, সহজলভাও তা পুনংব্যবহারখোগ্য কাগজ ও উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তা লাগবেই না। গ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোভির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়াছে। বিকল্প উপার সাম্যা হয়েছে, ফলে বিষয় যে যে হফলে থবং প্রতি কেতেই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বিষয় তো নাইই ববং গ্রামের বিদ্যালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে কোনো দলগত কাজ করতে হয়্য, যা বাজবে সম্ভর নয় ফলে তিহাস নির্বাচ আনার বাসায় দিয়ে দলগত কাজ করতে হয়্য, যা বাজবে সম্ভর নয় ফলে ভিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রালা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বাসার দিয়ে দলগত কাজ করতে হয়্য, যা বাজবে সম্ভর নয় ফলে ভিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা বেকিলা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা বেকিলা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা বেকিলা বাড়ছে। বিদ্যালয় কাজ আছে। ভামা শিক্ষাধীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিশ্বরের প্রতিটি বিষয়ের প্রথম বেশি লিখতে হছে, কারণ বাড়ল বাড়ল বিদ্যালনের মাধ্যমে বিছে। ফলে পুর্বু বানান বা বাজরণ নয়, শিক্ষার্থীর এখন সতংসূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে অনুনীলনের মাধ্যমে বিদ্যালিক ক্ষেত্র বাড়ব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুনীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করেছে।	নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কমিয়ে দেওয়া	নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে বিজ্ঞান	
বিষয়বন্ধুন্ন পরিধিও বেড়েছে। বিটেনের কারিকুলমে নৰম শ্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের সূযোগ আছে, কিল্পু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি! শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাভসম পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের শিক্ষাক্রমই নবম (ক্ষেত্র বিশেষ দশম) শ্রেণি পর্যন্ত বিষয় নির্বাচনের সূযোগ থাকে না। শিক্ষাকে পুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাটো করতে বিভাগ বিভাজন ভুলে দেওয়া হয়েছে! শিক্ষাকের স্বাধীনতা দেওয়া হয় ফালে শিক্ষা বায় অনেক বড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বিড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বিড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বিড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বিড়েছে। তাইর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বার্বায়ের সুলেভাত তি পুরিহীর প্রায় কোনা বেলি বিছত বিষয় নয়। ত্বামের কুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোলির ভাগরের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংরের খরচ তে। তাবারের কুল ভাকরন নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংরের খরচ তে। তাবারের কুল উপকরণ কোবে না বা দরিদ্র জনগোলির কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংরের খরচ তে। তাবারের কুল ভাকরন নেই। তাবারের কুলেভাতা নিন্দিত করেই উপকরণ, শিক্ষান বাবারের নির্দ্ব নেই। তাবারের করেছে। তাবার নির্দ্ব স্বাহার বালিল তাবার নাই। বালিকে ক্রান্তর বালালের করার নির্দেশনা নেই। তাবারের করের ভিল্তি আভিজ্ঞতার তাদের বিভিন্নভাব বালিক ক্রার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে পুরু বানান বা বালিক ক্রার সুযোগ নেই। তাবিক বারীকা এখন স্বাহাণির ক্রেরে। বালিক বারীকা বারা নাখ্যে বিল্লাকার বালিক বারীকা বার মাধ্যমে শিক্ষারীর করছে। বালিক বারীকা বারা মাধ্যমে শিক্ষারীর করছে। বালিক বারীকা বারা মাধ্যমে শিক্ষারীর করছে। বালিক বারীকা বারা মাধ্যমে বিলিজ বিলেজ বারাকিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। করের বিলিজ বারীকা বারাকিক বারীকা বারীকিক বারীর করিল বারীকির বারীকা বার্বামের বিলিল বারীকা করে বার্বামের বিলিল বারীকা করের বিলিক বিলেজ বারীকার বিলাক বির্বামির বিষ্কা	হয়েছে!	বিষয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সময় রাখা হয়েছে। কাজেই	
ব্রিটেনের কারিকুলমে নবম শ্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ আছে, কিন্তু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি! শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাভসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। নবম প্রেণিতে পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের স্থানীনতা দেওয়া হয়। ত ককরণ প্রকলে কার্মন নির্বাচন করাইন বান দেওয়া হয়ছে। প্রাথ্যের কুল উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক রেড়েছে। গ্রামের কুল উপকরণ পানে না বা দরির জনগোতির উপকরণ বাবারর নাম নামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। গ্রামের কুল উপকরণ পানে না বা দরির জনগোতির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। গ্রামের কুল উপকরণ পানে না বা দরির জনগোতির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। গ্রামের কুলে উপকরণ পানে না বা দরির জনগোতির ত পানু কর্যায় সহজলভাতা নিন্চিত করেই উপকরণ, শিক্ষন উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। গ্রামার সংজলভাতা নিন্চিত করেই উপকরণ, শিক্ষন বিদ্যালয়পূলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইত বইয়ের বায় লাগছে না ফলে বিষয়্য ক্রমছে এবং প্রতি ক্রেরে বায় লাগছে না ফলে বিষয়্য ক্রমছে এবং দরির শিক্ষার্থীর ভালো করছে। বাড়িতে দলগত কাজ রামার বাসা থেকে রাল্লা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বাড়িতে গোনা দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বাড়িতে রালা করা জনা আহা। বাড়িতে রালা করা জনা আহা। বাড়িতে রালা করা করা নো যাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার জংশে হিনেছে মুখাত রাজীত ভিজ্ঞতায় তালে বিভিল্লন বা বাক্রণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্তঃস্তুভানে নিজের প্রয়োজনে ক্রিণতি প্রাম্বাহ্য বাথা বাখা হয়েছে। গশিতত আনুশীলনের স্থাগা বাখা হয়েছে। বালিত করালীকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। গশিতত ব্রখার সুবাগ বাখা হয়েছে। বাজিত করালীকার এইন স্বভ্রুত্বন নির্দেশন বিভিল্লনের বালকণ নমুন্তিনির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষর হছে। বিষ্টানের মাধ্যমের দিক্র বিদ্বাহ বিজ্ব প্রান্থা বিদ্বাহ বিদ্বাহ বিদ্বাহ বিদ্বাহ বিদ্বাহ বিদ্বাহ বিদ্বাহ বি		সার্বিক দিক দিয়ে আগের চেয়ে বিজ্ঞানের গুরুত বেড়েছে,	
সুযোগ আছে, কিছু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি! শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাতসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাতসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাতসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশির শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যাতসহ পৃথিবীর বিষয় নর্বাচনের সুযোগ থাকে না। নবম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে পিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তদকল প্রান্ত উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বড়েছে। তদকল প্রান্ত উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বড়েছে। তদকল শ্রিত উপকরণ, চাকচিক্য বা সৌন্দর্য এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। দ্বানীয়, সহজলভ্য ও পুন:ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যয় বাড়ার কান্তবির না। ত্বাম্রের কুল উপকরণ পাবে না বা দরির জনগোতির ত্বামান কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। ত্বাম্রের কিলেন নার মার্ম্য বেহিছে কলের হয়েছে এবং প্রতি ক্লেত্রেই বিকল্পর উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষয়্য তো নাই বরং প্রামর বাসায় পিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাববে সভ্রব নায় ফলে ভিভাইস নির্ভর বাস্তব্য বা বাস্য ফলে ভিভাইস নির্ভর বা বাছছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বাড়ি থেকে রান্না করা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্রানে হানার কাজ আছে। তা বাজিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে পুরু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন সত:ক্রুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে ক্রিয়তে অনুশীলনের সুযোগ নেই। থািনিত অনুশীলনের স্বাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ব্যাপিক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ব্যাপিক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।		বিষয়বস্তুর পরিধিও বেড়েছে।	
শিক্ষাক্রমেই নবম (ক্ষেত্র বিশেষ দশম) শ্রেণি পর্যন্ত বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। নিকাণেক গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে থাটো করতে বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। করম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে পিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ত কাকরণ প্রক্রমণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা বায় অনেক বেড়েছে। ত কাকরণ বিভাগের শ্রন্থীন তা দেওয়া হয়। ত কাকরণ বাহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার বারার নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার বারারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। থ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিপ্র জনগোতির ত কাকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়াছে। থ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিপ্র জনগোতির ত কাক্ষার বাখা হয়েছে, ফলে বিষম্য তান নয় বর্ম প্রথানের বিদ্যালার পূলা ভালো করছে। আছাড়া কোচিং, গাইত বইয়ের বায় লাগছে না ফলে বিষম্য কমছে এবং দরিপ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলিন বামার কাজ আছে। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না না বাজি থেকে রায়া করা জেনে। খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্রালে নামার কাজ আছে। বাজিক লেখার সুযোগ নাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা বাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন সত:কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিতে পারছে। গণিতে বার্মণা এখন প্রায়োগির ক্ষেত্রে বাত্তর পরীক্ষা ও বা্যাক অনুশীলনের স্বাযাগ্রা করেছে। থানিক্ষ মুনীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করেছে। থানিক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করেছে। থানিক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষ্তার বিতর পরীক্ষা ও ব্যাসক অনুশীলরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করেছে।	ব্রিটেনের কারিকুলমে নবম শ্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের	প্রচলিত ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাক্রম এবং ইংল্যান্ডের জাতীয়	
নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাটো করতে বিভাগ বিভাজন করা বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে! তিল্প বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। তিল্প বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। তিল্প বিভাজন তুলে দেওয়া হয় হল বিষয় নায় অনেক বিবাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তিল্প বিভাজন তুলে দেওয়া হয় হলে বিষয় নায় অনেক ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যয় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তোলাগবেই না। ত্যামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোষ্ঠির কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তোলাগবেই না। ত্যামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোষ্ঠির কারা নাটে বিভিন্ত করেই উপকরণ, শিখন-দেখানা করিত হৈয়া বাখা হয়েছে, ফলে বৈষয়্য তোন মাই বরং গ্রামের বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইত বইয়ের ব্যয়লাগহে না ফলে বৈষয়্য কমছে এবং দরিত্র শিক্ষাধীরা ভালো করছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রারা করা খাবার সম্ভব সম্ভব বাস্থিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব বাস্থিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব বাস্থিয়ে দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না বাজিক লিখার কাজ আছে। তিলিতা বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নতাবে প্রামিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা বাক্ষেক নয়, শিক্ষাধীরা এখন স্বত:কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। তিলিত গালিতের ধারণা এখন প্রয়োগিক কেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যে শিক্ষাধীরা করছে। হিলিট গালিতের ধারণা এখন প্রায়োগির করছে।	সুযোগ আছে, কিন্তু বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি!	শিক্ষাক্রম এক নয়। ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের	
শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাটো করতে বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। কাণ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক তুলে দেওয়া হয়েছে থবা বিভাজন করা হয়েছে এবং প্রবিষ্ঠান বর্ষ বয়		শিক্ষাক্রমেই নবম (ক্ষেত্র বিশেষ দশম) শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়	
বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে! হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে পিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তদকরণ প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বিভেছে। প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বাহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যয় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। থ্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোতির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়াছে। থ্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোতির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়াছে। থ্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোতির ক্রিল্যালয় পর্যায় হয়েছে, ফলে বৈষম্য তা নয়ই বরং প্রান্তা বিদ্যালয়পুলো ভালো করছে। ভাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বিষম্য কমছে এবং দরিত্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রানা করা খাবার নিয়ে বাস্তিত কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বাড়ি থেকে রানা রা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্রানে রানার কাজ আছে। ভাষা যে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়েণিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:ক্ষুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। থািক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। থাপিক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।		নির্বাচনের সুযোগ থাকে না।	
প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বৈড়েছে। প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক ব্যহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে তেপিকরণ বারহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় ৰাড়ার কোনো কারণ নেই। প্রাথমর সুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোতির ত্রুণমূল পর্যায়ে সহজলভাতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন-উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। প্রাথমর সুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোতির ত্রুণমূল পর্যায়ে সহজলভাতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন-দেখানো পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতি ক্রেত্রই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং প্রাথমে বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাসায় পিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব না ফলে ভিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে বাড়িছে কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। বাস্তিতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে বাড়িছে কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। অসতে বলেন। ক্রিমার লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিহুলের স্বাত্ত্রী বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়েগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন সতঃক্রুভভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। শিতিত অনুশীলনের স্ব্যোগ নেই। প্রতিটি গিণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।	শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাটো করতে	নবম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা	
প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বিড়েছে। সামি উপকরণ, চাকচিক্য বা সৌন্দর্য এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। অনিহল বার অনুনাল বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। গ্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোষ্ঠির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। বিদ্যালয়পুলা ভালো করছে। ভাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং পরিত্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাড়িছে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয় ফলে ভিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়পুশিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়পুশিক্ষর ভিশিছ না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। ক্রিমেন ক্রেট্র বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়েণিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে কানুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্র বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।	বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে!	হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে সাধারণত বিষয়	
প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক বিড়েছে। খানীয়, সহজ্জভা ও পুন:ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যয় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। গ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোষ্ঠির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। গ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোষ্ঠির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। গ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোষ্ঠির কাণেনেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। গ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোষ্ঠির বিজর উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য কেরে প্রং প্রতি ক্রেন্তেই বিকল্প উপায়ুলা ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইও বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষররা বাসা থেকে রাল্লা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষররা বাসা থেকে রাল্লা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষররা বাসা থেকে রাল্লা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষররা বিশ্ব মা ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা কিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রামেণিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নায়, শিক্ষার্থীরা এখন সতঃস্কুর্ভভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়েগিক ক্ষেত্রে বান্তর পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।	<u>*</u>	নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।	
বৈড়েছে। স্থানীয়, সহজলভা ও পুন:ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে বায় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। গ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোষ্ঠির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ার। গ্রামের ফুল উপকরণ পাবে না বা দরিব্র জনগোষ্ঠির কিংকর উপায় সহজলভাতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইত বইয়ের ব্যয় লাগছে ন ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বিদ্যালয়গুলিভাবের বাসা থেকে রালা করা খাবার নিয়ে আমতে বলেন। বিদ্যালয়গুলিভাবের বাসা থেকে রালা করা খাবার নিয়ে আমতে বলেন। বিদ্যালয়গুলিরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখতে লাম্যার রুছে শিক্ষার্থীলা এখন স্বতঃস্কুর্ভভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পায়ছে। ভাবা বে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীলার এখন বেশি লিখতে হছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়েশিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন সতঃস্কুর্ভভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পায়ছে। গশিত প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়েণিক ক্ষেত্রে বান্তর পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা		উপকরণ	
ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যয় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো লাগবেই না। প্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোষ্ঠির উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। ব্যক্তি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিকল্প উপার রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিত্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাসায় পিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয় ফলে ভিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসাথেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। ক্রিম্বালিক ক্রেমা করা করা করা করা করা করা করা করা করা কর	প্রচুর উপকরণ কিনতে হয় ফলে শিক্ষা ব্যয় অনেক	দামি উপকরণ, চাকচিক্য বা সৌন্দর্য এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।	
প্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোষ্ঠির তৃণমূল পর্যায়ে সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন- উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। বিদ্যালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং পরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাড়িতে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব না ফলে তিছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের বয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাড়াত্ম দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নায় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসাথেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসাথেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। ক্ষার্য কাজ আছে। তার্যাকিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।	বেড়েছে।	স্থানীয়, সহজলভ্য ও পুন:ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও উপকরণ	
প্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিত্র জনগোষ্ঠির তৃণমূল পর্যায়ে সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন-উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। বিদ্যালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইত বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কেমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নায় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা ত্রাহ্ম কুলার তুল কিন্তু বিদ্যালয়ে করার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। ভাষা শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা কিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা ত্রাহ্ম কুলিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়েগিক লেখার সুযোগ রাখা হ্মেছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:ক্ষুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের স্ব্যোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক জনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।		ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যয় বাড়ার	
গ্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোতির ত্ণমূল পর্যায়ে সহজলভাতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন- উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব না ফলে তিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রায়া করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা লিখলে ক্লাম করা ভালের স্বামান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা প্রিতিট গণিতের ধারণা এখন প্রায়াগিক ক্লেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।		কোনো কারণ নেই। আর নোট বই কিংবা কোচিংয়ের খরচ তো	
জিপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে। শেখানো পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের বিদ্যালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইভ বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নায় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। ক্রিন্তর্গে করান্ন করা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্রাসে রানার কাজ আছে। ভাষা যে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়েগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষার লিখিত পরীক্ষা		লাগবেই না।	
বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিত্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাড়িতে দলগত কাজ/রান্না বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আমতে বলেন। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বাড়িতে কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। ভাষা শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি থায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।	গ্রামের স্কুল উপকরণ পাবে না বা দরিদ্র জনগোষ্ঠির	তৃণমূল পর্যায়ে সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন-	
বিদ্যালয়পুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয় লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাড়িতে দলগত কাজ/রান্না বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নায় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।	উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই ফলে বৈষম্য বাড়ছে।	শেখানো পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই	
লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। তামা বিদ্যালয়/শিক্ষ করা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। তামা বি কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:ক্তৃর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।		বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে, ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের	
করছে। বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব বাড়িতে দলগত কাজ বিদ্যালয়ে করার নির্দেশনা দেওয়া আছে। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিখালে সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হচ্ছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:ক্ষুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় শিষত পরীক্ষা		বিদ্যালয়গুলো ভালো করছে। তাছাড়া কোচিং, গাইড বইয়ের ব্যয়	
বাসিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব বাড়িতে কোনো দলগত কাজ বিদ্যালয়ে করার নির্দেশনা দেওয়া আছে। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রানা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। আসতে বলেন। আসতে বলেন। আসতি কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। বাড়িতে কোনো দলগত কাজ দেওয়া হয় না। আমতে বলেন। আমতে বলেন। আমতে বলেন। আমতে বলেন। আমতে বলেন। আমার কাজ আছে। ভাষা বিষক্ষারার কাজ আছে। তাষা বিষক্ষারার কাজ আছে। তাষা বিষক্ষের প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়াগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা		লাগছে না ফলে বৈষম্য কমছে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভালো	
বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রানা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রানা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রানা করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বাড়ি থেকে রানা করা করা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রানার কাজ আছে। ভাষা বিশ্বছৈ না। বিদ্যালয় কাজ আছে। তাষা বিষ্কার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় নিষ্টিত পরীক্ষা		করছে।	
নয় ফলে ডিভাইস নির্ভরতা বাড়ছে। বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বাড়ি থেকে রান্না করা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। ভাষা যে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হচ্ছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্ফুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে।		·	
বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে বলেন। বাড়ি থেকে রান্না করা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই। জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। ভাষা যে কোনো সময়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বেশি লিখতে হচ্ছে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা	বাসায় গিয়ে দলগত কাজ করতে হয়, যা বাস্তবে সম্ভব	সকল দলগত কাজ বিদ্যালয়ে করার নির্দেশনা দেওয়া আছে।	
জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। ভাষা শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। ত্যাধি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা			
ক্লাসে রান্নার কাজ আছে। ভাষা শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। তিন্তু বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:ক্ষূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা	বিদ্যালয়/শিক্ষকরা বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে	বাড়ি থেকে রান্না করা কোনো খাবার আসার নির্দেশনা নেই।	
শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। তারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্ফুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা	আসতে বলেন।	জীবন দক্ষতার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র একটি অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট	
শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখছে না। মার্বির প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্ফূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা		ক্লাসে রান্নার কাজ আছে।	
শিখছে না। কারণ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতায় তাদের বিভিন্নভাবে প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্ফূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা	ভাষা		
প্রায়োগিক লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে শুধু বানান বা ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্ফূর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা	শিক্ষার্থীরা লিখছে না ফলে বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি		
ব্যাকরণ নয়, শিক্ষার্থীরা এখন স্বত:স্কুর্তভাবে নিজের প্রয়োজনে লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা	শিখছে না।		
লিখতে পারছে। গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা		51	
গণিত গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বান্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা		,	
গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই। প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় দিখিত পরীক্ষা		• .	
ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা			
ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা	গণিতে অনুশীলনের সুযোগ নেই।		
		7,	
. (0			
•	ধর্মশিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা রাখা হয়নি।	সকল বিষয়ের জন্য একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা রয়েছে,	
যেখানে লিখিত মূল্যায়নও অন্তর্ভূক্ত আছে।		যেখানে লিখিত মূল্যায়নও অন্তর্ভূক্ত আছে।	

বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার সুযোগ কমে গিয়েছে?	
শিক্ষা দক্ষতাভিত্তিক করতে গিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার	বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে জেনে, বুঝে, উপলব্ধি ও অনুধাবন
সুযোগ কমে গিয়েছে।	করে তা প্রয়োগ করার মাধ্যোম সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নতুন
	ধারণার অনুসন্ধান করা। মুখস্থনির্ভরতা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটায়
	ना।
বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কী হবে?	
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ালেখার জন্য তাঁদের সন্তানরা	এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা যখন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবে,
ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবেনা।	তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভর্তি প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন হবে।
	সেসব কার্যক্রমও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।
চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানদের ফলাফল	চাকুরির ক্ষেত্রেও পারদর্শিতার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নিয়োগ
কাজে আসবেনা।	হবে। সেসব কার্যক্রমও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

- ➤ যেকোনো পরিবর্তনই মেনে নিতে, খাপ খাইয়ে নিতে কট্ট হয়। আর রূপান্তরকে মেনে নেওয়া আরও কট্টকর। কিন্তু বুঝতে হবে- এই রূপান্তর এগিয়ে যাবার জন্য অবশ্যম্ভাবী; এর কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র বিকল্প হলো পিছিয়ে পড়া, নতুন প্রজন্মের জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়া। যা আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।
- > অভিভাবকরা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভাবুন। তাদের দক্ষ, যোগ্য মানুষ হবার কথা ভাবুন। তাদের যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে উৎকর্ষ লাভের কথা ভাবুন। একবার ভীষণ প্রতিযোগিতার চিন্তা থেকে বেরিয়ে সহযোগিতার, সহমর্মিতার চর্চার মধ্য দিয়ে সন্তানের ভালো মানুষ হওয়ার কথা ভাবুন।
- শিক্ষকদেরও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ চলছে। তাঁদেরও জীবনমান উন্নয়নে সরকার আরও পদক্ষেপ নেবে। কারণ এরও কোনো বিকল্প নেই।
- কাজেই নতুন শিক্ষাক্রমকে স্বাগত জানান। নতুন প্রজন্মের জন্য সম্ভাবনার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক তৈরিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে আপনার সমর্থনের মাধ্যমে আপনিও শরিক হোন।

সুতরাং অপপ্রচারে বিদ্রান্ত না হয়ে নিচ্ছে যাচাই করুন, সঠিক তথ্য জ্বানার চেটা করুন। স্বার্থান্থেষী কোনো মহলের ফীদে যা দেবেন না।

শিক্ষায় রু <mark>গান্তর একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, এর বিকল্প নেই।</mark>
সরকার শিক্ষকদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে যা চলমান রয়েছে। সকলের সহযোগিতায় এই
রূপান্তর প্রক্রিয়ার যথাযথ বাস্তবায়ন আমাদের শিশুদের উচ্ছল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।